

কলকাতায় বাংলাদেশ বইমেলা শুরু

অমর সাহা, কলকাতা •

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় শুরু হয়েছে নয় দিনব্যাপী পঞ্চম বাংলাদেশ বইমেলা। বাংলাদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন বই নিয়ে এই বইমেলায় আয়োজন। বইমেলায় উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনমন্ত্রী ত্রাত্য বসু।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসাদুজ্জামান নূর বলেন, 'বই পারে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশে গিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যে সামান্য দূরত্ব ছিল তা মুছে গেছে। এখন আমাদের মধ্যে ফদ্যতা বেড়েছে। যে ছোটখাটো সমস্যা রয়েছে সে সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে অচিরেই।' সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা প্রমাণ করেছি আমরা ভালো প্রতিবেশী।'

প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনমন্ত্রী ত্রাত্য বসু বলেন, 'এই বইমেলা আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও অটুট করবে।' তিনি বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ মিলে একটি বইমেলা আয়োজন করারও প্রস্তাব দেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান বলেন, 'এই বইমেলায় মাধ্যমে আমাদের দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও দৃঢ় হবে। সাংস্কৃতিক জাগরণের সেতু হবে এই বইমেলা।' অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জ্ঞান ও

বইমেলায় উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনমন্ত্রী ত্রাত্য বসু

সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ও সমান গনি কলকাতায় বাংলাদেশের বই বিক্রির স্থায়ী বিক্রয়কেন্দ্র গড়ার দাবি করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। সভাপতিত্ব করেন কলকাতাস্থ বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত উপহাইকমিশনার মিয়া মো. মাইনুল কবির।

গতকাল বইমেলায় উদ্বোধনের দিনেই বেশ ভিড় জমে যায়। কলকাতার বইপ্রেমী মানুষজন বইমেলায় বিভিন্ন ষ্টলে ঢুকে বাংলাদেশের বই দেখেন এবং কেনেন। বইমেলা চলবে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মেলায় আয়োজক কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপহাইকমিশন, বাংলাদেশ রঞ্জনি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি। মেলা চলবে প্রতিদিন বেলা দুইটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। তবে শনি ও রোববার মেলা চলবে রাত নয়টা পর্যন্ত। এই বইমেলায় বাংলাদেশের ৪৮টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নিয়েছে।